বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২৩ হইতে জুন ২০২৪

ADARSHA KAJER SANDHANAY (AKAS)

A Centre for Human Rights and Women's Development

আদর্শ কাজের সন্ধানে (আকাস)

প্রধান কার্যালয়ঃ পি এম এ সাত্তার ভিলা, বাড়ি নং- ২০ কৈলাশ ঘোষ লেন, আন্ডার গ্রাউন্ড, রাজার দেউরী,
পোস্ট- বাংলাবাজার, থানা: কোতয়ালী, ঢাকা- ১১০০

সবার অগ্রযাত্রায় এক নতুন দিগন্ত

উন্নয়নের ধারায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক সেচ্ছাসেবী সংস্থা। পল্লী বাংলার অবহেলিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় নানা কর্মসূচি। এই উদ্যোগ গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন যাত্রায়, আকাস তার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৯৯৯ সাল থেকে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে।

মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য গৃহীত যে কোনো সামাজিক আন্দোলন প্রশংসার দাবিদার। আকাস সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সেবা, কল্যাণ, এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সঠিক দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সাফল্যের সাক্ষী হয়েছে।

আমাদের সহযোগীরা

আকাসের সাফল্যের পেছনে রয়েছে অসংখ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহযোগিতা। আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এবং জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদসহ আরও অনেক সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে। তাদের আর্থিক সহায়তা, মূল্যবান পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা আমাদের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

ইউএসএআইডি	সেভ দ্য চিলড্রেন
অক্সফ্যাম জিবি	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
কেয়ার বাংলাদেশ	কারিতাস বাংলাদেশ

তাদের সহযোগিতায় আমাদের কার্যক্রম নতুন গতি পেয়েছে।

কর্মীদের অবদান

একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান থাকে তার কর্মী বাহিনীর। আকাসের নির্ভীক, সৃজনশীল, এবং সাহসী কর্মীরা দিনের পর দিন পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের কাজকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাদের অটুট মনোবল, নিষ্ঠা এবং কর্মক্ষমতাই আজকের আকাসকে গড়ে তুলেছে।

ভবিষ্যতের পথে

দারিদ্র বিমোচন, মানবিক উন্নয়ন এবং সমাজের বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করার যে যাত্রা আকাস শুরচ করেছে, তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুপ্রতীম সংস্থা এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ একটি উন্নত, মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে।

আকাস" আমাদের স্বপ্ন, আমাদের প্রত্যয়।

১. ভুমিকা ঃ

আদর্শ কাজের সন্ধানে (আকাস) একটি স্থানীয় বেসরকারি অলাভ জনক, অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন মুলক সংস্থা, সৃষ্টিলগ্নে এই সংস্থাটি দারিদ্র মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়ে পল্লীর তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মোঃ জিয়াউর রহমান রুবেলের নেতৃত্বে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন জেলার কিছু সংখ্যক সমমনা লোকের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১ লা জানুয়ারী এই সংস্থার জন্ম হয়। জন্মলগ্ন থেকে এই সংস্থা সমাজের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া জনগণের মৌলিক চাহিদা মেটানো এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সম্পদের সুষম বন্টন ও বেকার জনসমষ্টিকে আদর্শমূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এর কলা কৌশল অবলম্বন করে ক্রমাগত ভাবে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাস' বিশ্বাস করে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ-ই বয়ে আনতে পারে সফলতা এবং অভিন্ন ফলাফল।

২. আকাস'র আদর্শ ঃ

শিক্ষা, শান্তি, ঐক্য শৃঙ্খলা, বিশ্বাস, সততা ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্মদ্যোগের দ্বারা এলাকা তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের সামাজিক উন্নয়ন সাধন ও আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রকল্পের মাধ্যমে অসহায়, দুস্থ ও বেকার জনশক্তিকে কাজে (মূলতঃসরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত) লাগানোর ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই সংস্থার মূল আদর্শ।

৩. আকাস'র উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(ক) অসহায় দুস্থ বেকার ও দারিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যোউন্নয়নের জন্য আর্থ সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজে লাগানোর মাধ্যমে পরনির্ভশীলতার গ্লানি মুক্তকরে আত্ম-নির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলা।

(খ) সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও ঝিমিয়ে পড়া লোকদের মাঠপর্যয়ে চিহ্নিত করে পেশা ভিত্তিক অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা বেকার, দুস্থ ও অসহায়দের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(গ) এলাকায় সঠিকভাবে পয়ঃনিস্কাশনের ব্যবস্থা করা। পাকা পায়খানা (সেনিটারী লেট্রিন), বিশুদ্ধ পানির সুন্দর সরবরাহ, আর্সেনিক চিহ্নিতকরণসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে তৃণমূল পর্যায়ে সু-স্বাস্থ্য গঠনের সুযোগ প্রদান করা।

(ঘ) কর্মএলাকার চিহ্নিত স্থানীয় সম্পদ সমূহ যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে মানব কল্যাণ সাধন করা।

(ঙ) অভিষ্ঠ্যদল (Target Group) গঠন করান উদ্দেশ্যে কর্মী ও সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানকে সৃজনশীল চিন্তাধারা দিয়ে সাহায্য করা, তথ্য সংগ্রহ করা, মাঠ সম্প্রসারণ করা এবং মাঠ পর্যায়ে তৃণমূল মানুষের সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সার্বিক পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

(চ) গণসাংস্কৃতিক বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রেখে বিভিন্ন পথনাট্য, সংস্কৃতি সভামঞ্চ লোক সাংস্কৃতিক, বাংঙ্গালীর ঐতিহ্য বিজড়িত খেলাধুলার সুযোগ প্রদান করা।

(ছ) অপ্রতিষ্ঠনিক শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রধান্য দিয়ে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, পেশামূলক ও বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ করা।

(জ) মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র সহ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পর্কে জনগোষ্ঠিকে সচেতন করে উক্ত বিষয়ে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা।

(ঝ) মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সমবায়ে অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান, হিসাব-নিকাশ এবং মানবিক গুনাবলী বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা ও পরিকল্পনা করা।

(ঞ) পরিবেশ সম্মত কৃষির ব্যবহার সহ উন্নত পদ্ধতিতে অনুন্নত এলাকায় অধিক ফসল ফলানো, মৎস্য চাষ করা ও বাজারজাত করণে সহায়তা করা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামার করা ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে পদক্ষেপ নেয়া।

(ট) পল্লীর অনুন্নত তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষের সাধারণ অবস্থার উন্নতির জন্য সরাসরি এবং উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়মিত সভা ও সমাবেশের ব্যাবস্থা করা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নেয়া।

(ঠ) বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যেন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।

(ড) দুঃস্থও ছিন্নমূল মহিলাদের ও শিশুদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উপযুক্ত কুটির ও হস্ত শিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থা ও বাজারজাত করার পদক্ষেপ'র গ্রহণ করা সহ নারীরস্বাস্থ্য অধিকার ও আইনী সহায়তা প্রদান করা।

(ঢ) বিভিন্ন প্রকৃতির দূর্যোগকালীণ সময়ে (বন্যা, খড়া জলোচ্ছাস মহামারী) দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ত্রাণ, পূনর্বাসন ও গৃহনির্মাণ কাজে সহযোগিতা করে।

(ণ) কর্ম এলাকায় অসহায় ও প্রতিবন্ধী জনগণকে চিহ্নিত করে উহার প্রতিরোধ, প্রতিকার, পুনর্বাসন ও মৌলমানবিক চাহিদা পুরণে সহায়তা প্রদান করা।

(ত) খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ, কৃষকদের সংগঠীত করা ও কৃষির উৎপাদন ও প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য ও উহার ব্যবহার বাস্তবায়ন করা।

(থ) গণশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কিন্ডার গার্টেন স্থাপণ সহ শিক্ষার আধুনিকতার প্রতিফলন ঘটানো।

(দ) মানবাধিকার ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের মৌলিক চাহিদা পুরণে সহায়তা প্রদান।

(ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরে তাদের কল্যাণকর সহযোগিতা প্রদান করা।

(ন) শিশুদের সুরক্ষয়ায় ও জাতীসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে জেলার বিভিন্ন কর্মসূচী পালন।

৪. আকাস'র আইনগত দিক ঃ

ক্র নং	নিবন্ধন প্রদানকরী সংস্থা/অধিদপ্তর	নিবন্ধন নং	তারিখঃ
১.	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	ঝাল-২৫৫	২৭/০৩/২০০১ইং
২.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	বা১৭৪১ ঝাল-৩৪	৩০/০১/২০০৩ইং
৩.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	ঝাল-৫৮	১৩/০৩/২০০৩ইং
৪.	জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী	এস-৭৯৮৯(১০)/০৮	১/৭/২০০৮ইং
৫.	এনজিও বিষয়ক বুর‍্যো	২৪৩৪	০৬/০৫/০৯ইং

৫. আদর্শ কাজের সন্ধানে (আকাস) এর অর্গানোগ্রামঃ

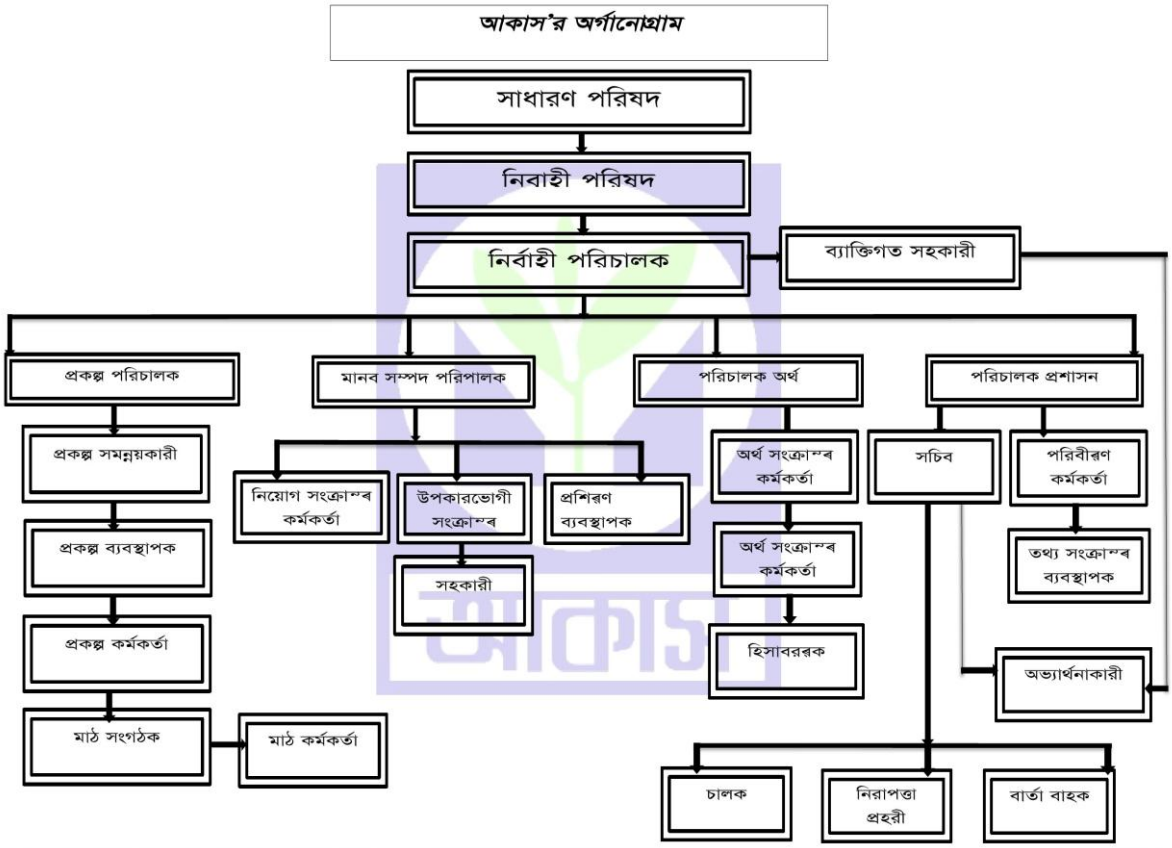

৬. আকাস এ পর্যন্ত যে সব নেটওয়ার্ক বা ফোরামের সদস্য ও পার্টনার ঃ

১। হ্যাবিটার্ট কাউন্সিল বাংলাদেশ ২। আইটিডিজি বাংলাদেশ যা বর্তমানে প্রাকটিকাল এ্যাকশন বাংলাদেশ ৩। বিউক ও এগ্রিকালচার ফোরাম ৪। ক্রেডিট ফোরাম ৫। প্রতিবন্ধী ফোরাম ৬। বাংলাদেশ এন্ট্রিড্রাগ ফেডারেশন ৭। এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সেনিটেশন। ৮। বরিশাল এনজিও কো অর্ডিনেশন (বিএনসি) ৯। দুর্বার নেটওয়ার্ক (নারী পক্ষ) ১০। ইউএসসি বাংলাদেশ ১১। ব্র্যাক (ইএসপি) ১২। ঝালকাঠি এনজিও ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (জেএনডিএন) ১৩। এইজিং ইন রিসোর্স সেন্টার অব বাংলাদেশ (এইচআরসিবি) ১৪। নারী ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন (নামাফ) ১৫। সেভদ্যা চিলড্রেন (অষ্ট্রেলিয়া) ১৬ এসোসিরেশন অব ডেভলমেন্ট এসেন্সীজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) ১৭। সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান (সুপ্র) ১৮। নারী উদ্যোগ কেন্দ্র (নউক) ১৯। এন সি ফোর ২০। এ এল আর ডি

৭. আকাস'র কর্ম এলাকা ঃ

আকাস এর কর্ম এলাকা সমগ্র বাংলাদেশে অনুমোদিত থাকলেও আকাস ঢাকা শহরে লিয়াজো অফিস স্থাপন সহ ঝালকাঠি জেলার ৪ টি উপজেলার ২ টি পৌর এলাকা ও ৩২টি ইউনিয়নের ২০১টি গ্রাম, বরিশাল জেলার ২ টি উপজেলা ৪টি ইউনিয়নে ২১ টি গ্রামে এবং পটুয়াখালী জেলার ২ টি উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৬০ গ্রামে কাজ করে আসছে।

৮. অঞ্চলের ভুমিকা ঃ

আকাস ঝালকাঠি অঞ্চলের ১৯৯৯ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখিত সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংস্থা তার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী বাহিনী দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। উক্ত কার্যক্রম গুলি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সংস্থা একদিকে সমাজের সকল মহলের সহোযোগিতা পেয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা বাঁধার সম্মুখীনও হয়েছে। চলার পথে সংস্থা ছোট খাটো বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আজ বর্তমান সময়ে ঝালকাঠি অঞ্চলে সকলের আস্থা এবং সুনাম অর্জন করেছে। সর্বোপরি সংস্থা অত্র অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৯. আকাস'র কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশে সংস্থা বর্তমান অর্থ বছরে নিম্ন লিখিত কার্যক্রম গুলি বাস্তবায়ন করেছে :

১. পানি ও পয়ঃনিস্কাশন কার্যক্রম।
২. পরিবেশ সম্মত কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম।
৩. নার্সারী কর্মসূচী ও মৎস্য চাষ বাস্তবায়ন।
৪. খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
৫. প্রতিবন্ধী জনগণের সেবাপ্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প।
৭. পরিবেশ আন্দোলন বাস্তবায়ন।
৮. শিশুঅধিকার বাস্তবায়ন।
৯. অসহায় নারীর আইনী সহয়তা ।
১০. নারীর স্বাস্থ্য অধিকার।
১১. নকশী কাঁথা ও শীতলপাটি তৈরী।
১২. গণসাস্কৃতিক কার্যক্রম।
১৩. গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা।
১৪. আইনী সহায়তা প্রদান।
১৫. মৎস্য চাষ প্রকল্প।

১০. সংস্থার বর্তমান কর্মীসংখ্যা ঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদবী	মোট কর্মকতা ও কর্মচারীদের সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
নির্বাহী পরিচালক	১	০	১
পরিচালক	০	১	১
সমন্বয়কারী	২	১	৩
হিসাব রক্ষক	১	১	২
প্রশিক্ষক (টিসি)	২	২	৪
দল সংগঠক/মাঠকর্মী	১৫	১৩	২৮
	২১	১৮	৩৯

- **কার্যক্রম ও অর্জন**
  - ৫০ জন নারীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা।
  - ২০টি গ্রামের মধ্যে নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবা।

- **প্রধান প্রকল্প ও কার্যক্রম**
  - নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
  - গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ।

- **চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা**
  - আর্থিক সংকট এবং তহবিল সংগ্রহে সমস্যা।
  - প্রস্তাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
  - নতুন দাতব্য সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব।
  - স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর আরও কার্যক্রম সম্প্রসারণ

আকাস: ২৫ বছরের সফল যাত্রা এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

আকাসের ২৫ বছরের দীর্ঘ পথচলা সমাজের প্রতি এক নিবেদিত প্রেক্ষাপট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সংস্থাটি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে অবিচলভাবে কাজ করে আসছে, এবং তার এই নিরলস প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও আরও বিস্তৃত এবং সফল হবে, এমনটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আকাসের কাজের পরিধি শুধু একটি সংস্থার নয়, বরং এটি দেশের সমাজের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

মানবকল্যাণে অবিচল আগ্রহ

আকাসের আদর্শ, সততা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে এটি সমাজে মানবিক উন্নয়ন এবং কল্যাণে একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। সংস্থাটি সমাজে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করতে নিরলসভাবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

সহযোগিতার শক্তিতে অগ্রগতি

এই দীর্ঘ যাত্রায় আকাসের সফলতা এসেছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং শুভাকাংক্ষীদের সহযোগিতার মাধ্যমে। তাদের সমর্থন ও কর্মীদের নিষ্ঠার ফলস্বরূপ, আকাস তার লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আকাসের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

নতুন দিগন্ত উন্মোচন

"মানুষ মানুষের জন্য" এই বিশ্বাসকে ধারণ করে আকাস ভবিষ্যতে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। সংস্থাটি তার কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে এবং প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে জয় করে মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে আলো ছড়িয়ে

আকাস দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে সেখানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে, আকাস আরও বড় পরিসরে কাজ করে সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলবে এবং দেশের সুনাম আরও বাড়াবে।